যুগান্তর

তারিখ 17 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটেনে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে

গোলাম মোরতফা ফারুক, লন্ডন থেকে

ব্রিটেনে পড়তে আসা বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা গত বছর এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। ভিসা নিয়মের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করায় ছাত্ররা সহজে আর ব্রিটেনে পড়তে আসতে পারছেন না। শুধু ভারত থেকে নয়, অন্যান্য দেশ থেকেও ব্রিটেনে পড়তে আসা ছাত্রদের সংখ্যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় কম দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা ও অজুহাত সুযোগ করে যাওয়া ছাত্রদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে দেয়া এবং জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে আগের মতো এখন আর ব্রিটেনকে বিদেশী ছাত্ররা তাদের লেখাপড়ার স্থান হিসেবে প্রথম পছন্দের তালিকায় রাখছেন না। পড়তে আসা বিদেশী ছাত্রদের কাছ থেকে ব্রিটেন প্রতি বছর ৮ বিলিয়ন পাউন্ড আয় করে থাকে। যা তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বড় সমর্থন জোগায়। ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশী ছাত্র কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তারা প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামারুনকে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চপর্যায় থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে তিনি যাতে তার আগামী সপ্তাহে ভারত সফরকালে সে দেশের ছাত্রদের ব্রিটেনে এসে পড়ালেখা করার জন্য আহ্বান জানান।

প্রতি বছর ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ ছাত্র ব্রিটেনে পড়তে আসেন। গত বছর এ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে। নটিংহ্যাম, ডারহ্যাম, ল্যাংকাস্টার, ইয়র্ক, ওয়ারহ্যামটন ও কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা বেশি পড়তে আসেন। ওয়ারহ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দু'বছরে ৭০ শতাংশ ভারতীয় ছাত্র হারিয়েছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতেন তারা এখানে দু'বছর অবস্থান করার সুযোগ পেতেন। ব্রিটেনের ভিসা আইনে কোন শিক্ষার্থী লেখাপড়া শেষ করার পর কাজ খোঁজার জন্য দু'বছর এ দেশে থাকতে পারতেন। ২০১২ সালে এ আইনের পরিবর্তন করা হয়। নতুন আইনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরের দেশের কোন ছাত্রকে ব্রিটেনে থাকতে হলে টাইয়ার-২ ভিসাধারী মর্যাদা অর্জন করতে হবে। পয়েন্টভিত্তিক পদ্ধতিতে ২০ হাজার পাউন্ডের চাকরি বা আয়ের সংস্থান থাকতে হবে। ২০১০-১১ সালে ভিসা ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপের কারণে ব্রিটেনে প্রায় ৩৯ হাজার শিক্ষার্থী পড়তে আসেন। ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজারে। হায়ার এডুকেশন স্ট্যাটাসটিক্স অথরিটির ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের হিসাবে দেখা গেছে, গত শিক্ষাবর্ষে ব্রিটেনে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের যে সংখ্যা ছিল তা এবার ২৪ শতাংশ কমে গেছে। ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করাকে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে ছাত্রছাত্রীরা ভিসা পদ্ধতির কঠোরতার কারণে ফ্রান্স জার্মানি কানাডা আমেরিকা প্রভৃতি দেশের দিকে শিক্ষার্থীরা বেশি ঝুঁকছেন। ব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্রদের তুলনায় চায়নিজ ছাত্ররা এখন বেশি পড়তে আসছেন। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামারুনকে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ব্রিটেনে এসে লেখাপড়া করার জন্য আহ্বান জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।